বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন (বিপিএ)

গঠনতন্ত্র

[১৮৬০ সনের একবিংশ এ্যাক্ট অনুযায়ী গৃহীত সমিতির রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট]

প্রথম খন্ড

স্মারক লিপি

১ঃ এসোসিয়েশনের নাম হবে ঃ

(ক) বাংলায় ঃ বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন

(খ) ইংরেজীতে ঃ Bangladesh Paediatric Association (BPA) (তৃতীয় সংশোধনী)

২ঃ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৭২ ইং

৩ঃ রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয় ঃ এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন, প্লট- ৭/৩সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা- ১২১৬ এ অবস্থিত।

৪ঃ মনোগ্রাম ঃ এসোসিয়েশনের নিজস্ব মনোগ্রাম থাকিবে। মনোগ্রামে একটি লাঠিতে জড়ানো একটি সাপ, তাহার উপর একটি শাপলা ফুল এবং চারিপাশে বৃত্তাকারে "Bangladesh Paediatric Association-1972" ও বাংলায় "বাংলাদেশ পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন" লিখিত থাকিবে। (তৃতীয় সংশোধনী)

৫ঃ ভাষা ঃ বাংলা। প্রয়োজনে ইংরেজী ব্যবহার করা যাইবে।

৬ঃ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ঃ

(ক) স্বাস্থ্য সেবায় সর্বস্তরে শিশু স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং নবজাতক শিশু সেবার নিশ্চিতকরণ।

(খ) শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষনের নিমিত্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের বিষয় নির্ধারন এবং তৎবিষয় সমূহের প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুতকরণ।

(গ) শিশু স্বাস্থ্য এবং শিশু পরিচর্যার বিষয়ে প্রশিক্ষনের কর্মসূচী গ্রহন।

(ঘ) শিশু স্বাস্থ্য শিক্ষা দানের বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর অবস্থানে প্রতিষ্ঠার জন্য উপায় উদ্ভাবন।

(ঙ) শিশু চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষনা উৎসাহিত করণ।

(চ) শিশু চিকিৎসা বিষয়ে সর্বস্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষন দানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরণ।

(ছ) সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল সমূহে শিশু চিকিৎসা বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করণ।

(জ) শিশুর স্বাস্থ্য এবং নবজাতক শিশু যথাযথ পরিচর্যার জন্য অভিভাবক এবং জনসাধারনকে সচেতন করে তোলার জন্য কর্মসূচী গ্রহন।

(ঝ) এসোসিয়েশনের নতুন সদস্যদের এসোসিয়েশনের কার্যাবলী, শিশু শিক্ষা এবং প্রশিক্ষনের ব্যাপারে অবহিত করণ।

(ঞ) গাইনী এবং আবস্টেট্রিকস, এনাসথেসিওলজি, সার্জারি, মেডিসিন, অপথেল্মোলজী, অর্থপেডিক্স ইত্যাদি এবং অন্যান্য মেডিকেল সমিতি সমূহের সাথে সহযোগীতা এবং মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্যর উন্নয়ন সাধন।

(ট) শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন।

(ঠ) শিশু পরিচর্যার সাথে সম্পর্কিত যে সকল সরকারী, বেসরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে সে সব সমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সহযোগীতা করার মাধ্যমে শিশু স্বাস্থ্যর উন্নয়ন।

(ড) শিশু চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত চিকিৎসকগনের সামাজিক সুবিধাদি, আইনী অধিকার, সম্মান এবং মর্যাদা সংরক্ষন।

(ঢ) শিশু স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের উচ্চতর প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করণ।

(ণ) মা ও শিশু পরিচর্যা এবং চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে সেবমূলক প্রতিষ্ঠানিক সুযোগ (Centre and Subcentre) সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহন।

(ত) শিশুদের আইনগত অধিকার সংরক্ষন।

(থ) স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের "শিশু স্বাস্থ্য" বিষয়টি বিশেষ বিষয় (Special Subject) হিসাবে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাকরণ।

(দ) শিশু চিকিৎসা বিষয়ে গবেষনা সংক্রান্ত নিয়মিত একটি জার্নাল প্রকাশ করা। ইহা বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশনের মূখপাত্র হিসাব পরিগনিত হইবে। ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রয়োজনবোধে সাময়িকী, পোষ্টার এবং পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহন।

(ধ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Paediatric Sub-Specialities প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৭ঃ পদ্ধতি ঃ উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ এবং পদ্ধতি গ্রহন করা হইবে।

(ক) ৭/৩সি, বড়বাগ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, এই ঠিকানায় যথাযথ সুযোগ সুবিধা সহ একটি নিয়মিত অফিস থাকিবে।

(খ) নিয়মিতভাবে বক্তব্য, সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হইবে। অনুদান, স্কলারশিপ, পুরস্কার, পদক এবং ক্রেডিট সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(গ) সরকারী আইন এবং নিয়মনীতি যাহা সরাসরি শিশু চিকিৎসকদের সম্পৃক্ত করে, সে বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) প্রয়োজন এবং অর্থানুকূল্য অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া, নির্মান, মেরামত এবং তাহার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করিতে হইবে।

(ঙ) BJCH (Bangladesh Journal of Child Health) নামে ইংরেজী ভাষায় একটি জার্নাল প্রকাশিত হইবে। উক্ত জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ড নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় ২ (দুই) বছরের জন্য গঠিত হইবে। সম্পাদকীয় বোর্ড পুস্তক, পুস্তিকা, বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ করিতে পারিবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(চ) প্রতি বিভাগ এবং জেলায় এসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ গ্রহন করিতে হইবে।

৮ঃ কর্ম এলাকা ঃ

প্রাথমিকভাবে ঢাকা জেলা হইবে কর্ম এলাকা। পরবর্তীতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

দ্বিতীয় খন্ড

ধারা সমূহ

ধারা ১ ঃ পৃষ্ঠপোষক ঃ

(ক) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ তিনি রাষ্ট্র প্রধান কিংবা দেশের খ্যাতনামা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষভাবে আগ্রহী।

(খ) পৃষ্ঠপোষক ঃ যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে অথবা চিকিৎসা পেশা বহির্ভূত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং শিশু স্বাস্থ্য অগ্রগতিতে যাঁহার প্রভূত অবদান রহিয়াছে বা আর্থিকভাবে বা অন্যকোনভাবে সমিতিকে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন।

ধারা ২ ঃ সদস্যপদ ঃ

(ক) সাধারণ সদস্য ঃ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত পেডিয়েট্রিক্স এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি সাধারন সদস্যপদের যোগ্য। তাহার পূর্ন ভোট প্রদান ক্ষমতা থাকিবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(খ) সহযোগী সদস্য ঃ যে কোন ব্যক্তি যিনি শিশু বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে জড়িত কিংবা আগ্রহী তিনি সহযোগী সদস্যপদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তাহার ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(গ) আজীবন সদস্য ঃ যে কোন সাধারণ সদস্য এসোসিয়েশনের ফান্ডে এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, যাহা সময়ে সময়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তনযোগ্য, প্রদান সাপেক্ষ এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যপদ লাভ করিবেন। তাহাদের আজীবন ভোট প্রদান ক্ষমতা থাকিবে।

(ঘ) সম্মানিত সদস্য ঃ যাঁহারা চিকিৎসা, মানবতা কিংবা বিজ্ঞানে প্রভূত অবদান রাখিয়াছেন কিংবা এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছেন, এসোসিয়েশন তাঁহাদেরকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সম্মানিত সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবেন। তাহাদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

ধারা ৩ ঃ সদস্যপদে অর্ন্তভুক্তি ও সদস্যপদ স্থগিত করণ ঃ

(ক) সদস্য তালিকাঃ একটি সংরক্ষিত রেজিষ্ট্রি বইতে সকল সদস্যদের নাম, ঠিকানা, যোগ্যতা এবং সদস্যপদে অর্ন্তভূক্তির সমস্ত বিষয়ের রেকর্ড থাকিবে।

(খ) সদস্যপদের জন্য আবেদন ঃ নির্দিষ্ট আবেদন ফরমের মাধ্যমে করিতে হইবে এবং ফরম এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

(গ) সদস্যপদে অর্ন্তভূক্তি ঃ নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে সদস্য পদের জন্য ছবিসহ আবেদন পত্র এসোসিয়েশনের একজন সদস্য দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অন্য একজন দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। আবেদন পত্রের সাথে এক বছরের চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ সদস্যপদ প্রদান করা হইবে। আবেদন গৃহীত না হইলে উক্ত ব্যক্তি পুনরায় সদস্য পদ চাহিয়া এসোসিয়েশনের সভাপতির নিকট আবেদন

করিতে পারিবেন। এসোসিয়েশন প্রতি সদস্যকে ছবিসহ একটি পরিচয়পত্র প্রদান করিবে।

(ঘ) যে কোন সদস্য লিখিতভাবে সাধারন সম্পাদকের নিকট অবগতির মাধ্যমে সদস্যপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(ঙ) কোন সদস্যের সদস্যপদ নিম্নে বর্নিত কারনে বাতিল ঘোষিত হইবে।

(ঙ-১) সরকার কিংবা আদলত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ঘোষিত।

(ঙ-২) এসোসিয়েশনের বার্ষিক চাঁদা প্রদানে অপরাগ হইলে কিংবা অস্বীকৃতি জানাইলে। প্রতি বৎসরের প্রথম তিনমাসের মধ্যে সদস্যপদের বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে। যদি কোন সদস্য উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তবে সদস্যপদের নির্ধারিত চাঁদা পরবর্তী তিনমাসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায় রেজিষ্ট্রারড ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করা হইবে। যদি তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে চাঁদা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, তবে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গন্য হইবে।

(ঙ-৩) পদত্যাগ করিলে।

(ঙ-৪) কোন সদস্য চিকিৎসা পেশ কিংবা এসোসিয়েশনের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মে নিয়োজিত থাকিলে কিংবা দুস্কৃতিমুলক, সমাজ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত থাকিলে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে।

(ঙ-৫) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের ক্ষেত্রে কোন সদস্য সাধারন সম্পাদকের নিকট উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে পর পর তিনটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকিলে নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ, তাহার নির্বাহী সদস্যপদ অযোগ্য বিবেচিত হইবে।

(ঙ-৬) পদত্যাগকারী কিংবা বহিস্কৃত সদস্য কিংবা সদস্যপদ বাতিলকৃত সদস্য এসোসিয়েশনের সকল দেনাপাওনা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(চ) সদস্যপদে পূনরায় অর্ন্তভূক্তি ঃ

এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ যাহারা সুনির্দিষ্ট কারনে সদস্যপদ হারাইয়াছেন, তাহারা এসোসিয়েশনের দুইজন সদস্যর সুপারিশসহ পূনরায় সদস্যপদের জন্য লিখিতভাবে আবেদন জানাইতে পারিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক আবেদনকারী সদস্যপদ পূনর্বহালের সিদ্ধান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ ফেরত পাইতে পারিবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি বার্ষিক চাঁদা ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে এককালীন ২ বছরের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং অন্যন্য পাওনা যদি থাকে, তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন। (তৃতীয় সংশোধনী)

ধারা ৪ ঃ সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার সমূহ ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের বিভিন্ন শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডে আনুগত্য প্রদর্শন এবং পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করা।

(খ) প্রত্যেক সদস্যের এসোসিয়েশনের প্রকাশিত জার্নাল, পুস্তিকা ও সাময়িকী সমূহ বিনামূল্য কিংবা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য নিয়মিত প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে।

(গ) প্রত্যেক সদস্যের এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, সেমিনার কিংবা এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার থাকিবে।

(ঘ) সকল সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য এসোসিয়েশনের যাবতীয় নির্বাচনে ভোগ প্রদানের ক্ষমতাসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন।

(ঙ) প্রত্যেক সদস্য কে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ৫ ঃ এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পরিষদ ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদঃ এসোসিয়েশনের নীতি নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সর্বোচ্চ পরিষদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এসোসিয়েশনের সকল শ্রেনীর সদস্যই সাধারণ পরিষদের সদস্য বলিয়া গণ্য। কিন্তু কেবলমাত্র সাধারন সদস্য ও আজীবন সদস্যদের ভোট প্রদান ক্ষমতা থাকিবে। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠন ঃ

১।	সভাপতি	ঃ	১ (এক) জন, ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দা
২।	সহসভাপতি	ঃ	৯ (নয়) জন। [ঢাকা বিভাগ ৩ (তিন) জন, অন্যান্য প্রতি বিভাগ হইতে ১জন করে ৬ (ছয়) জন] জেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতির মধ্যে একজন সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন
৩।	মহাসচিব	ঃ	১ (এক) জন, ঢাকা মহানগরীর বাসিন্দা
৪।	কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ (এক) জন
৫।	যুগ্ন মহাসচিব	ঃ	২ (দুই) জন
৬।	সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন
৭।	বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন
৮।	দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন
৯।	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন
১০।	সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন
১১।	সদস্য	ঃ	১৭ (সতের) জন

১২। অব্যবহিত সভাপতি (Immediate Past President) এবং মহাসচিব (Immediate Past Secretary General) পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী কমিটির Ex- Officio সদস্য হইবেন। সভাপতি অথবা মহাসচিব পূনঃনির্বাচিত হইলে শূন্য স্থানে নির্বাহী কমিটি প্রতি পদের জন্য একজন সদস্য কো-অপট্ করিতে পারিবেন।

১৩। দুই (২) বারের বেশি কোন সদস্য সভাপতি / মহাসচিব পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

১৪। নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় জার্নাল কমিটির একজন চেয়ারম্যান এবং জার্নালের জন্য একজন এডিটর মনোনীত করিবেন। তাহারা কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(তৃতীয় সংশোধনী)

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে সম্পাদন এবং বিকাশ সাধনের জন্য নিম্নলিখিত কমিটি গঠিত হইবে।

১। বৈজ্ঞানিক কমিটি।
২। জার্নাল কমিটি।
৩। শৃংখলা কমিটি।
৪। অর্থ কমিটি।

উপরোক্ত কমিটি ছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কমিটি বা সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন। সভাপতি এবং সাধারন সম্পাদক পদাধিকার কলে সকল কমিটি/সাব কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(ঘ) উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

অনধিক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। EC দায়িত্ব গ্রহনের প্রথম সভায় এ পরিষদ গঠিত হইবে। উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ হইবে ২ বছর। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচন করার শর্তাবলী হইবে বয়োজেষ্ঠ্য (৬৭ বছর বা ততোর্ধ্ব) বিপিএ এর আজীবন সদস্য। কোন EC Member উপদেষ্টা হইতে পারিবেন না। সর্বশেষ EC নির্বাচনে অংশগ্রহন করিয়াছেন এমন কোন সদস্যও উপদেষ্টা হইতে পারিবেন না। উপদেষ্টাগণের কোন ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না। উপদেষ্টাগন কার্য্যকরী পরিষদের আমন্ত্রণে কার্যকরী পরিষদের সভায় যোগদান করিবেন। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

ধারা ৬ ঃ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রিণ ও পরিচালনায় পূর্নাঙ্গ দায়িত্ব এই পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা ইহার মূল দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতাসমূহ নিম্নরূপ।

(ক) সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের ধারা বা উপধারাসমূহ প্রণয়ণ, পরিবর্তন বা বাতিল করা।

(খ) সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের যাবতীয় আয় ও সম্পত্তির রক্ষনাবেক্ষণ, প্রশাসন কিংবা প্রকাশনা সংক্রান্ত বিবিধ নির্দেশ দান, এবং ধারা উপধারাসমূহ প্রণয়ণ, সংশোধন ও বাতিল করা।

(গ) শিশু চিকিৎসার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার, কোন সংস্থা কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করা।

(ঘ) প্রয়োজনবোধে কমিটি, সাব-কমিটি কিংবা বোর্ড গঠন করা এবং কার্যকরী পরিষদের বিশেষ কোন ক্ষমতা তাহাদের উপর অর্পন করা।

(ঙ) শাখা সমূহের গঠন অনুমোদন করা ও যে কোনো শাখা ও সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(চ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতিরেকে কর্মকর্তাদের অন্য কোন পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যকে কার্যভার গ্রহন করিবার দায়িত্ব প্রদান করা।

(ছ) শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থনীতি, চিকিৎসা শাস্ত্র, ঔষধনীতি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন কানুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।

(জ) এসোসিয়েশনের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান ও অপসারন করা।

(ঝ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত উপরোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াও এসোসিয়েশনের জন্য সকল কাজ ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইবে।

তৃতীয় খন্ড

উপধারা সমূহ

১ ঃ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের স্মারকলিপি, ধারা উপধারাসমূহ প্রণয়ন, সংশোধন কিংবা বাতিল করা।

(খ) এসোসিয়েশনের প্রশাসন, পরিচালনা, ব্যবস্থপনা এবং প্রকাশনা সংক্রান্ত বিধিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন কিংবা বর্জন ঘোষনা করা।

(গ) এসোসিয়েশন কিংবা শিশু চিকিৎসার উন্নয়নে সরকারী কিংবা সরকার কৃর্তক গঠিত কমিটি কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করা।

(ঘ) গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ব্যাখা নাই এমন বিষয় কিংবা প্রস্তাবনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা।

(ঙ) উপরোক্ত ক্ষমতা ছাড়াও সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত যাবতীয় বিষয়ে চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সভাঃ

(ক) সাধারণ পরিষদের সভা ঃ

(ক-১) বার্ষিক সাধারন সভা ঃ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের নিমিত্তে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি নূন্যতম ৬ (ছয়) সপ্তাহ পূর্বে প্রদান করিতে হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি এসোসিয়েশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও কেন্দ্রীয় অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিতে হইবে। সকল সদস্যদের এসএমএস (SMS), ই-মেইল এর মাধ্যমে জানাইতে হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(ক-২) জরুরী সভা ঃ সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক স্বল্পকালীন বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(ক-৩) তলবী সভা ঃ সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রয়োজনবোধে তলবী সভা আহ্বান করা যাইবে। তলবী সভা আহ্বানের নিমিত্ত আবেদনের চার সপ্তাহের মধ্যে ইহা আহ্বান করিতে হইবে। তবে এই সভা আহ্বানের জন্য প্রথমে সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানান হইবে। সভাপতি এই সভা আহ্বানে অপরাগ হইলে এসোসিয়েশনের সদস্যরা নিজেরাই এই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং এই সভার সিদ্ধান্তসমূহ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত ও কার্যকরী হইবে।

(ক-৪) মূলতবী সভা ঃ মূলতবী সভা একই স্থানে এবং একই সময়ে নির্ধারিত পরবর্তী তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই সভার কোন কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

(খ) সভার কোরাম ঃ এসোসিয়েশনের ৬০ (ষাট) বা ততোধিক সদস্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ ও জরুরী সভার কোরাম পূর্ণ হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয় সূচী ঃ

(গ-১) সাধারন সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট ও উহার আলোচনা।

(গ-২) কোষাধক্ষ্যের রিপোর্ট ও আলোচনা।
(গ-৩) পরবর্তী বৎসরের বাজেট ঘোষনা।
(গ-৪) অডিটর নিয়োগ।
(গ-৫) শাখাসমূহের পেশকৃত প্রস্তাবসমূহের উপর আলোচনা।
(গ-৬) সদস্যদের পেশকৃত প্রস্তাবসমূহের উপর আলোচনা।
(গ-৭) সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে সভায় উপস্থাপিত অন্য যে কোন প্রস্তাবের উপর আলোচনা হইতে পারিবে।

(ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম ঃ

(ঘ-১) সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী এবং সভাপতির অনুমতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের আলোচনা ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় আলোচনা হইবেনা।

(ঘ-২) সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্য সূচীতে আনীত প্রস্তাবসমূহ স্বীয় শাখার মাধ্যমে কিংবা সরাসরি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সাধারন সম্পাদকের নিকট সাধারণ সভার তারিখের অনুন্য দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রেরণ করিবে।

(ঘ-৩) গঠনতন্ত্র সংশোধনী বিষয়ক প্রস্তাব ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রস্তাব সমূহের সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার মাধ্যমে গৃহীত হইবে। সাধারণভাবে হাত উত্তোলনপূর্বক ইহা গৃহীত হইবে। তবে সভাপতি সিদ্ধান্ত গ্রহন করিলে কিংবা উপস্থিত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ দাবী করিলে ব্যলটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(ঘ-৪) পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইলে সভাপতি কাষ্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

(ঙ) সংবিধান সংশোধন (Constitution Ammendment) ঃ

সংবিধানের কোন পরিবর্তন, সংশোধন জরুরী মনে হইলে যে কোন সদস্য তাহা সাধারণ সভার অন্তত চার সপ্তাহ আগে মহসচিবের নিকট লিখিত প্রস্তাবাকারে পেশ করিবেন। সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতিক্রমে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

২ঃ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(২-ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

১। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা প্রতি দুইমাসে অনুন্য একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

২। সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কমপক্ষে সাতদিনের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সভা আহ্বান করিবেন। ইহাতে নির্ধারিত আলোচ্যসূচী থাকিবে। তবে জরুরী ভিত্তিতে ২৪ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে এই সভা আহ্বান করা যাইবে এবং প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনুরোধক্রমে সভাপতি এই সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্টতায় এই সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২-খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের দায় দায়িত্ব ঃ

সভাপতি ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনের মূল দায়িত্বে থাকিবেন।

(খ) সাধারণ পরিষদের সভা, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা ও তাঁহার সদস্যভূক্ত অন্যান্য সভায় তিনি সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) এসোসিয়েশনের আয়োজিত জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক যাবতীয় সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন।

(ঘ) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম, কেন্দ্রীয় কিংবা শাখা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবেন।

(ঙ) ভোটে উভয়পক্ষীয় সমতার ক্ষেত্রে তাহার কাষ্টিং ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(চ) নির্বাহী কমিটি দ্বারা নিযুক্ত যে কোন কমিটি বা উপ-কমিটির সভায় যোগদান করিতে পারিবেন।

(ছ) কোষাধ্যক্ষের সাথে চেক স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

সহ- সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে নির্ধারিত ক্রমানুসারে সহ-সভাপতিগনের মধ্যে একজন সভাপতির সমূদয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

মহাসচিব ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের কার্যালয়ের মূল দায়িত্বে থাকিবেন।

(খ) এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের যাবতীয় বিষয়ে যোগাযোগ ও চিঠি পত্রের আদান প্রদান করিবেন।

(গ) পদাধিকার বলে তিনি সকল কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(ঘ) যাবতীয় সভা, সম্মেলন ও এসোসিয়েশনের আদান প্রদান সংক্রান্ত কার্যবিবরণী সংরক্ষন করিবেন।

(ঙ) এসোসিয়েশনের শাখা সমূহ (সাংগঠনিক সম্পাদকের সহায়তায়) সংগঠন করিবেন।

(চ) এসোসিয়েশনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন জরুরী বিষয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের অবহিত করিবেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন।

(ছ) এসোসিয়েশনের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(জ) এসোসিয়েশনের তহবিল, আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-বহি তত্ত্বাবধান করিবেন, বিল পাশ করিবেন ও কোষাধ্যক্ষের সাথে যুক্ত ভাবে চেক স্বাক্ষর করিবেন।

(ঝ) তিনি কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক অডিটর দ্বারা যথাযথভাবে অডিটকৃত বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ সাধারণ সভার অনুমোদন ও গ্রহনের নিমিত্ত প্রস্তুত করিবেন।

(ঞ) কার্যকরী পরিষদের সভার বিবরণী সকল কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(ট) এসোসিয়েশনের সকল সদস্যের পরিশুদ্ধ, সর্বশেষ নাম তালিকা সংরক্ষন করিবেন।

(ঠ) সভাপতির অনুমোদনক্রমে নির্বাহী কমিটির সকল সভা এবং সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত পত্র প্রদান করিবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

(ক) তিনি এসোসিয়েশনের অর্থ তহবিল সংগ্রহ ও সংরক্ষনের মূল দায়িত্বে থাকিবেন।

(খ) কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকে অর্থ জমা থাকিবে এবং ব্যাংক একাউন্ট সাধারণ সম্পাদক কিংবা সভাপতির সহিত যুক্তস্বাক্ষরে পরিচালনা করিবেন।

(গ) বিল কিংবা অর্থ প্রদান সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদকের সহিত মত দ্বৈততা দেখা দিলে তাহা চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কার্যকরী পরিষদে পেশ করিবেন।

(ঘ) তিনি মনোনীত অডিটর দ্বারা অডিটকৃত বার্ষিক হিসাব-নিকাশ সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করিবেন।

যুগ্ম-সম্পাদক ঃ

এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সাধারণ সম্পাদকের সহিত সহযোগিতা করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

জার্নাল এডিটর ঃ

এসোসিয়েশনের মুখপাত্র হিসেবে জার্নালের তিনি সম্পাদক থাকিবেন। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ অনুমোদিত একটি সম্পদকীয় বোর্ড ইহা পরিচালনা করিবেন।

প্রকাশকঃ

জার্নাল এডিটর জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করিবেন। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

সাধারণ সম্পাদকের সহযোগীতায় এসোসিয়েশনের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহন করিবেন।

সদস্যবৃন্দ ঃ

এসোসিয়েশনের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান, বিভিন্ন প্রস্তাবনায় সিদ্ধান্ত গ্রহন ও এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাস্তবমূখী দিক নির্দেশনা দিবেন।

৩ ঃ শাখা কমিটি ঃ

(ক) দায়িত্ব ঃ

(ক-১) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনার লক্ষ্যে, এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ আঞ্চলিক ভিত্তিক শাখা কমিটি গঠন করিবেন।

(ক-২) এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ধারা ও উপ-ধারার অধীনে শাখাসমূহ তাহাদের ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্ব-শাসিত থাকিবে।

(ক-৩) এই শাখা কমিটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং অনুমোদনের পূর্বে ইহা কার্যকর হইবে না।

(ক-৪) আঞ্চলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শাখাসমূহ নিজেদের ধারা, উপ-ধারাসমূহ ও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, তবে তাহা কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকরী হইবে।

(ক-৫) এসোসিয়েশন তাহার কোন শাখার ঋন বা দায় বহন করিবে না।

(ক-৬) কোনো অঞ্চলে কিংবা শহরে বসবাসরত অনুন্য দশ জন সদস্য একটি শাখা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(ক-৭) শাখা কমিটি এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম, সদস্যপদের আবেদন পত্রের ভিত্তিতে সদস্যদের বিবরণ, সদস্যদের চাঁদা হইতে দেয় অংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে প্রেরণ করিবেন।

(ক-৮) শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে পূর্ন অবগতির জন্য শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভার বিবরণী সভার অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য সদস্যদের পরিশুদ্ধ তালিকা, চাঁদা সংক্রান্ত বিবরণ এবং শাখার কার্যক্রমের বিবরণের কপি প্রতি ছয় মাস অন্তর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(খ) ব্যবস্থাপনা ঃ

(খ-১) শাখার সাধারণ পরিষদ ঃ ইহা হইবে শাখার সর্বোচ্চ পরিষদ।

(খ-২) শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদঃ এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত ও শাখা সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব থাকিবে।

(খ-৩) শাখার সদস্যদের চাঁদা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনায় জটিলতা কিংবা নির্বাচন উদ্ভুত বিরোধ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

(গ) শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন ঃ শাখা কমিটি ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত হইবে।

(গ-১) সভাপতি	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-২) সহ-সভাপতি	ঃ	৩ (তিন) জন।
(গ-৩) সাধারণ সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৪) কোষাধ্যক্ষ	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৫) যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৬) সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৭) বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৮) দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-৯) সমাজসেবা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	১ (এক) জন।
(গ-১০) সদস্য	ঃ	১০ (দশ) জন নির্বাচিত

(গ-১১) অব্যবহিত সভাপতি ও অব্যবহিত সাধারন সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন।

(তৃতীয় সংশোধনী)

৪ ঃ চাঁদা ঃ

(ক) সম্মানিত সদস্যদের (Honorary Members) কোন চাঁদা পরিশোধ করিতে হইবে না। প্রতি সাধারণ সদস্য এবং সহযোগী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা। এককালীন ২ বছরের জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা প্রদান করিয়া নতুন সদস্যপদ গ্রহন অথবা নবায়ন করিতে হইবে। আজীবন সদস্যপদের ক্ষেত্রে এককালীন অনুদান চাঁদা ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(খ) সদস্যপদের সমূদয় চাঁদা কেন্দ্রীয় বিপিএ একাউন্টে জমা হইবে। শাখা সদস্যদের ক্ষেত্রেও সমূদয় চাঁদা কেন্দ্রীয় বিপিএ একাউন্টে জমা হইবে, সদস্যপদের অর্ধেক চাঁদা কেন্দ্র পাইবে বাকি অর্ধেক শাখা বিপিএ পাইবে। কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ প্রতি ৬ মাস পর পর শাখা হইতে প্রাপ্ত চাঁদার ৫০% শাখা বিপিএ একাউন্টে চেকের মাধ্যমে হস্তান্তর করিবে। কেন্দ্র ও শাখা সমূহ Life Membership এর চাঁদা দিয়ে রিজার্ভ ফান্ড গঠন করিবে। রিজার্ভ ফান্ড বিনিয়োগ করিয়া প্রাপ্ত লভ্যাংশ বাৎসরিক বাজেটে খরচ করা যাইবে, মূল অংশ খরচ করা যাইবেনা। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(গ) এসোসিয়েশনের সমূদয় হিসাব নিকাশের জন্য ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত বছর গণনা করা হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

৫ ঃ (ক) নির্বাচন ঃ

(ক-১) এসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মকান্ড হইবে অরাজনৈতিক। সকল সদস্য এসোসিয়েশনের কর্মকান্ডে বৈজ্ঞানিক সূলভ আচরণ এবং পরিবেশ সচেতন থাকিবেন।

(ক-২) প্রতি দুই বৎসর অন্তর কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। একটি নতুন EC দায়িত্ব গ্রহনের দিন থেকে কার্য্যকরী পরিষদের ২ বছর মেয়াদ গননা করা হইবে। (প্রথম

সংশোধনী)। নির্বাচনের বছর নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসের মধ্যে (জাতীয় দূর্যোগ ব্যতীত) নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে এবং পরবর্তী বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহন করিবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(ক-৩) মেয়াদ শেষ হওয়ার মধ্যে নির্বাচন সংগঠিত না হইলে একটি এডহক কমিটি এসোসিয়েশনের দায়িত্ব গ্রহন করিবেন। এডহক কমিটির সদস্য হইবেন সদ্যবিদায়ী সভাপতি, মহাসচিব, পূর্ববর্তী কমিটির সভাপতি ও মহাসচিব এবং তিনজন বয়োজ্যেষ্ঠ আজীবন সদস্য। আজীবন সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম সদস্য আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করিবেন। এই এডহক কমিটি বিধি অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহনের চার মাসের মধ্যে নির্বাচন সংগঠিত করিবেন। এই সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করিতে পারিলে এডহক কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করিয়া কমিটির আহ্বায়কের পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে প্রস্তাব ও সমর্থনের ভিত্তিতে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(ক -৪) নির্বাচনী বছর নির্বাচনের অন্ততঃ ৩ (তিন) মাস আগে কার্যকরী পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যের নাম ঘোষনা করিবেন। ভোটার হওয়ার জন্য এক মাস সময় নির্ধারিত থাকিবে। ভোটার হওয়ার সর্বশেষ তারিখ একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক, সমিতির ওয়েবসাইট, শাখা অফিস, কেন্দ্রীয় অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং ই-মেইলে প্রকাশ করা হইবে। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(ক -৫) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভূক্তির সর্বশেষ তারিখের পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ একটি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে। খসড়া ভোটার তালিকা বিপিএ ওয়েবসাইট (www.bpabd.org) অথবা বিপিএ কেন্দ্রীয় অফিস (৭/৩সি, বড়বাগ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬) হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন আপত্তি থাকিলে তাহা পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে। তারপর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবেন। (বিপিএ ওয়েবসাইট www.bpabd.org অথবা বিপিএ কেন্দ্রীয় অফিস ৭/৩সি, বড়বাগ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ পওয়া যাইবে) **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(ক-৬) নির্বাচন কমিশন একজন সভাপতি এবং ৪ (চার) জন সদস্য দ্বারা গঠিত হইবে। তাহারা কেহই নির্বাচনে অংশ গ্রহন করিতে পারিবেন না। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(ক-৭) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করিবেন। দলগতভাবে বা প্যানেলভিত্তিক আবেদন পত্র গ্রহনযোগ্য হইবে না। বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটে দলভিত্তিক প্রচার বা পরিচিত সভা সংগঠিত করা যাইবেনা। প্রার্থী শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে, SMS, E-mail অথবা টেলিফোনে সদস্যদের কাছে ভোট চাহিতে পারিবেন। প্রার্থীদের নামে পোষ্টার, লিফলেট, ছবিসহ বা ছবিছাড়া কোন ধরনের প্রচার পত্র ছাপানো যাইবেনা। পরিচয় প্রদানের জন্য ছবিসহ ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করা যাইবে, কিন্তু প্রার্থী পদের পরিচয়মূলক কোন তথ্য, সংকেত ব্যবহার করা যাইবেনা। কোন প্রকার উপহার দেয়া যাইবে না। কোন প্রার্থী আচরণ বিধি ভঙ্গ করিলে নির্বাচন কমিশন সতর্কীকরণসহ প্রার্থীতা পর্যন্ত বাতিল করিতে পারিবে। নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের একটি পরিচিতি পত্র প্রকাশ করিবে। নির্বাচনে অপপ্রচার, কুৎসা ও পেশার স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করা যাইবে না। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(ক-৮) এসোসিয়েশনের সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয়ভাবে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হইবে। (তৃতীয় সংশোধনী)

(ক-৯) নির্বাচিত পরিষদ ঘোষিত হইবার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচিত পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে হইবে। নতুবা পরবর্তী দিবস হইতে আপনা আপনি দায়িত্বভার নব নির্বাচিত পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

(খ) নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ ঃ

(খ-১) নির্বাচনের বছর নির্বাচনের তারিখের ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহন করিবেন। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(খ-২) নির্বাচন কমিশন কার্যকরী পরিষদের যথাযথ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার জন্য দায়ী থাকিবেন। নির্বাচন কমিশন নমিনেশন পেপার ও প্রত্যাহার পত্র ইস্যূ, নমিনেশন আহ্বান, নমিনেশন ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহারপত্র সমূহ বাছাই, নির্বাচনে পদ প্রার্থীদের নাম প্রকাশ, ব্যালট পেপার ইস্যূ, ভোট গ্রহন এবং ভোট সমূহ চুড়ান্ত গণনার পর নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ঘোষনা করিবেন। নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(খ-৩) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহনের ৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা করিবেন এবং তফসিল একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক, এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রীয় অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন। পরবর্তী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কার্য্যকরী পরিষদের কর্মকর্তা ও সদস্য পদের জন্য মনোনয়ন ফরম দাখিল করিতে হইবে এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের পরবর্তী ১ (এক) কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবেন। তৎপরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের চুড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারিত থাকিবে। তার পরবর্তী ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করিবেন। তৎপরবর্তী ২১ কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের তত্বাবধানে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। অতএব নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহনের পর তাহার কার্যদিবস ৫+৭+১+৩+২+২১= ৩৯ (উনচল্লিশ) দিনে বিভাজিত হইবে। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(খ-৪) ভোট গ্রহনের দিন নির্বাচন কমিশন ভোটার সনাক্ত করার জন্য ছবিসহ ভোটার তালিকা ব্যবহার করিবেন এবং কম্পিউটারের ছবির সাথে মিলিয়ে নির্বাচনী এজেন্টদের উপস্থিতিতে ভোটার সনাক্ত করিবেন। মূল ভোটকেন্দ্রের বাহিরে আলাদা স্থানে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ভোটারগণ মূল ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

(খ-৫) প্রার্থীগণ কিংবা তাহাদের নির্ধারিত সংখ্যক প্রতিনিধিগন ভোট কেন্দ্র এবং গননার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

(খ-৬) নির্বাচন সম্পন্ন হইবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন।

ধারা (খ-২), (খ-৩) সংশোধীত আকারে ধারা (ক-৪), (ক-৫) এ প্রতিস্থাপিত হওয়ায় ধারা (খ-৪, খ-৫, খ-৬) ধারা (খ-৩, খ-৪, খ-৫) হয়েছে।

৫ ঃ (গ) প্রার্থীদের যোগ্যতা ঃ

(গ-১) মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় সভাপতির জন্য কমপক্ষে ৫ বছর আজীবন সদস্যপদ, মহাসচিবের জন্য ৪ বছর আজীবন সদস্যপদ ও অন্যান্য সকল সচিব পদের জন্য কমপক্ষে ৩ বছর আজীবন সদস্যপদ এবং সদস্যপদের জন্য ২ বছরের ধারাবাহিক সদস্যপদ থাকিতে হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(গ-২) সভাপতি, মহাসচিব ও অন্যন্য সকল প্রার্থীকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত হইতে হইবে। কোন বিপিএ সদস্য বিদেশে চাকুরীরত বা বসবাসরত অবস্থায় কোন পদে প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহন করিতে পারিবেন না। ঢাকার বাহিরের ৬ বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে সহ-সভাপতি প্রার্থীগণকে ঐ বিভাগে কর্মরত/নিয়মিত প্রাকটিসরত হইতে হইবে। **(চতুর্থ সংশোধনী)**

৬ ঃ অডিটর নিয়োগ ঃ

এসোসিয়েশনের আয় ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশ অডিট করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ একজন অডিটর নিয়োগ করিবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে ইহা কার্যকরী হইবে।

৭ ঃ শাখা কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ঃ

(ক) শাখায় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন প্রতি দুই বৎসর অন্তর সদস্যদের প্রত্যেক্ষভোটে গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একটি "নির্বাচন কমিশন" এই নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবে।

(গ) শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছয় সপ্তাহ পূর্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হইবে।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন উক্ত সময়সীমার মধ্যে ভোটার তালিকা প্রকাশ, নমিনেশন আহ্বান, সদস্যগনের নিকট নমিনেশন পত্র ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহার পত্র প্রেরণ এবং নির্বাচন শেষে চুড়ান্ত ভোট গণনা, নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ঘোষনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করিবেন।

(ঙ) নির্বাচন পদ্ধতিগত প্রশ্নে নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮ ঃ এসোসিয়েশনের আয় ঃ

(ক) সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা।

(খ) আজীবন সদস্যদের চাঁদার অংশ।

(গ) শাখা সমূহের প্রদেয় চাঁদা।

(ঘ) সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গ্রহনযোগ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান কিংবা চাঁদা।

(ঙ) ব্যক্তিগত অনুদান।

(চ) জার্নাল, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার মাধ্যমে আয়।

৯ ঃ এসোসিয়েশনের ব্যয় ঃ

(ক) এসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে যাবতীয় সাধারণ খরচ।

(খ) জার্নাল ও প্রকাশনা বাবদ খরচ।

(গ) সম্মেলন, সেমিনার ইত্যাদি বিষয়ক খরচ।

(ঘ) এসোসিয়েশনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য ব্যয়।

১০ ঃ সম্মেলন, সেমিনার ও অন্যান্য ঃ

(ক) প্রতি ২ (দুই) বৎসর পর পর দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

(খ) শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে মূল সমস্যা ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রে কিংবা শাখায় কিংবা দেশের অন্য কোন মনোনীত স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। এ ব্যাপারে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সমিতি ও সংস্থা সমূহের সহযোগীতা ও অংশগ্রহনকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

চতুর্থ খন্ড

সম্মন্ধীকরণ (Affiliation)

জাতীয় ঃ

বাংলাদেশের সমস্ত শিশু স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক Sub-speciality এসোসিয়েশন সমূহ বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশনের সাথে সম্মন্ধীকৃত (Affiliated) হইবে এবং তাহারা বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশনের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিগনিত হইবে। BPA ও Sub-speciality এসোসিয়েশন সমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে কাজ করিবে। **(তৃতীয় সংশোধনী)**

আন্তর্জাতিক ঃ

(ক) শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্বার্থে অন্যন্য দেশের সাথে যৌথ Association/প্রতিষ্ঠান বা বিদেশে বিপিএ-র শাখা গঠন করা যাইবে। (তৃতীয় সংশোধনী)

১। বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশন এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ঐ Association/প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় বিপিএ-র Affiliated হিসাবে গন্য হইবে। (তৃতীয় সংশোধনী)

২। বাংলাদেশ পেডিয়েট্রিক এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই এসোসিয়েশন সমূহের বাংলাদেশ শাখার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হইবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এই এসোসিয়েশন পরিচালনার জন্য পাঁচ জন্য (৫) সদস্য মনোনীত করিবেন।

৩। এই Association/প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও গবেষনার কাজ করিবে এবং এই কর্মকান্ড বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ বাহিরে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষি জনগনের অঞ্চল সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদান করিবে।

৪। ইতোমধ্যে গঠিত ভারত বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক বন্ধু সমিতি (ভা.বা.শি.চি.ব.স) Indo Bangladesh Friendship Society of Paediatrics (IBFSP) এই ধরনের Association গঠনের উদাহরণ হিসাবে গন্য হইবে। (তৃতীয় সংশোধনী)

☆ ☆ ☆